মীরাবাঈ

ঐতিহাসিক দেব-নাটিকা।

— রচয়িতা —

শ্রীঅমর চন্দ্র ঘোষ বি, এ,

বাবরশা, সিরাজী-বুল্‌বুল্ সীতারাম, কৃষ্ণাষ্টমী, পুষ্পাঞ্জলী

শারদীয়া প্রভৃতি নাটক প্রণেতা

প্রকাশক—

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র ঘোষ,

৮ নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।

পৌষ, সন ১৩৪০ সাল।

মূল্য ৵

"দুধ্ পিকে হরি মিলেতো বহুত বৎসবালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা॥"

—মীরাবাঈ।

উৎসর্গ

ফরিদপুর জেলার উজ্জ্বলরত্ন, পরম বৈষ্ণব, দানবীর, দীন ও আর্ত্তের
বন্ধু উদারচেতা শ্রীযুক্ত বাবু বেনীমাধব পাল
শ্বশুর মহাশয়ের চরণ-কমলে—

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি।

পূজ্যপাদ!

পার্থিব যাবতীয় বস্তুই যে অসার এবং শুধু জড়দেহ-পিঞ্জরস্থ পরমাত্মাই যে সার, নিত্য ও অক্ষয় তাহা আপনি আপনার কর্ম্ম-জীবনে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আপনি অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও, কখনও ভোগাসক্তি বা অসার দাম্ভিকতার প্রশ্রয় দেন নাই। দীন ও আর্ত্তের দুঃখে ও বিপদে আপনি সর্ব্বদাই অকুণ্ঠিতচিত্তে, যথাসাধ্য তাহার প্রশমনকল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। গৃহে বসিয়াও শত সংসার জ্বালার মধ্যে, সহস্র ভাবনা চিন্তার মধ্যেও সেই পরমপদের ধ্যান হইতে বিচলিত হয়েন নাই। স্নেহ, মমতা, করুণা, ভক্তি, আপনার হৃদয়-উদ্যানের সুরভিময়, সুষমাময়, কুসুমনিচয়। শ্রীগোবিন্দের ধ্যান ধারণা আপনার দৈনন্দিন জীবনের কার্য্য। শ্রীগোবিন্দের শ্রীপদে আপনার প্রাণ নিবেদিত। তাই সেই মধুর নাম শ্রবণে, কীর্ত্তনে, পঠনে ও ধ্যানে আপনার নয়ন হইতে ভক্তির অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। আমার "মীরাবাঈ" সেই গোবিন্দেরই শ্রীচরণে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পিকা মাত্র এবং সেই কুসুম অকিঞ্চিৎকর হইলেও আপনার নিকট যে চির আদরণীয় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করি না। এই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিসহ আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

অমরধাম
৮নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
১০ই পৌষ, বড়দিন, সন ১৩৪০ সাল।

আপনার চির স্নেহের, চির আদরের—
অমরচন্দ্র।

সূচনা

কর্কশ গিরিকন্দরে ও করুণাধারার কল্লোল শোনা যায়। খর রবিতাপদগ্ধ মরু-বক্ষেও কোমল কুসুমের সন্ধান পাওয়া যায়। শক্তির একনিষ্ঠ সাধক রাজপুত জাতির মধ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন গীত হয়। প্রেমের অবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তি-তরঙ্গে শুধুই যে "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।" তাহা নহে। তাঁহার প্রেমধর্ম্ম সমগ্র ভারতবর্ষকে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীগোবিন্দের সেবা ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন ছিল রাঠোরকুমারী মীরার আবাল্য ব্রত। মজ্জাগত ধারণা কঠোর শিশোদীয় বংশের রাজপরিবারভুক্তা হইয়াও তাঁহার হৃদয় হইতে উৎসাদিত হইতে পারিল না। তাই শত বাধা বিপত্তি, শত কলঙ্ক ও নিন্দার তীক্ষ্ণবাণ সত্ত্বেও, শ্রীগোবিন্দের চরণ হইতে এক পদও সরিয়া যান নাই। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ রস, বৈষ্ণব ধর্ম্মের—, তথা সাধনায় সার লক্ষ্য। এই মধুর রসের গণ্ডীর ভিতরে সকল রসেরই সমন্বয় দেখা যায়। "মীরাবাঈ"এর এই গোবিন্দভজনে সেই মধুর রসেরই পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। গোপিকা শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার মধুর ভাব, আত্ম-নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন "মীরাবাঈ"এর চরিত্রে পূর্ণ পরিস্ফুট। তাই তাঁহার মুক্তি বা মধুর-মিলন সম্ভব হইয়াছিল। এই পুণ্যগাথা এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া তাহার কনকদীপ্তি বিকীরণ করিতেছে। আমি তাই সেই মহীয়সী নারীর চরিত্রাঙ্কনে অসীম গৌরব অনুভব করিতেছি। তবে এ বিষয়ে কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সাধারণেই বিচার করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, নিম্নলিখিত বন্ধুগণের প্রাণপণ চেষ্টায় এই নাটিকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র দে, বাবু তুলসী চরণ ঘোষ, বাবু গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বাবু জলধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ এই নাটিকার রূপ ও রস দানে ইহাকে উপভোগ্য করিয়া আমার চির কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। সোদরোপম তুলসীবাবু এই নাটিকার সুর সংযোজন করিতে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন এবং অভিনয় সৌষ্ঠবের জন্য সুরেশবাবুও প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। এই মধুর কৃতজ্ঞতার স্মৃতি চিরদিনই আমার মনে ভাস্বর হইয়া থাকিবে। অলমতি বিস্তরেণ—

অমরধাম
৮নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোড, কলিকাতা।
—পৌষ, সন ১৩৪০ সাল।

বশম্বদ—
গ্রন্থকার।

মীরাবাঈ

চরিত্র সূচী।

পুরুষ—"শ্রীশ্রীগিরিধরজী।"

রাণাকুম্ভ	...	...	মেবারপতি।
ভীমসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
মানা	...	...	ঐ বিশ্বস্ত চর।
রত্নসিংহ	...	...	মন্দর রাজকুমার।
রোহিদাস	...	...	রাজপুত প্রজা।
শ্রীরূপ গোস্বামী	...	...	শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য
জীবানন্দ	...	...	বৈষ্ণব।

বৈষ্ণবগণ, গোলন্দাজ, প্রহরী, ব্রজবালকগণ।

স্ত্রীগণ—

তারাবাঈ	...	...	রাণা কুম্ভের জননী।
মীরাবাঈ	...	..	মেবারের মহারাণী।
শ্রুতিবাঈ	...	...	ঝালোয়ার রাজকন্যা।

বৈষ্ণবীগণ।

ঘটনাস্থল—চিতোর ও বৃন্দাবন।

প্রথম দৃশ্য

চিতোর, গিরিধরজীর মন্দিরচত্বর।

[স্বর্ণ-সিংহাসনে রত্নালঙ্কার ভূষিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৃষ্ণপ্রস্তরগঠিত শ্রীশ্রীগিরিধর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত। ধূপ দীপ শঙ্খ ইত্যাদি পূজোপকরণ সজ্জিত। ভজনরতা মীরাবাঈ ও বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণের চামর ও পুষ্পমাল্য হস্তে নৃত্যগীতি]

ভজন নৃত্যগীতি—

নূপুর রুণুঝুনু নাচত কানাইয়া।
বাজত মৃদু মৃদু মোহন মুরলিয়া।
মৌরমুকুটশির, কুঞ্চিত অলকা,
শ্রীমুখপঙ্কজে চন্দন-তিলকা,
দন্তরুচি-কৌমুদী বিম্বাধর-শোভা,
হাসত মৃদুমধু মোহন মূরতিয়া।
নাচত ধিনি ধিনি শ্যামল সুরতিয়া॥

(কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া সকলে ক্লান্তিভরে মন্দির-চত্বরে লুঠাইয়া পড়িল ও তন্দ্রামগ্ন হইল।)

(মানার গলদেশ ধারণ করিয়া কুম্ভের প্রবেশ।)

কুম্ভ—মানা! স্পর্দ্ধা তোর, মেবারের মহারাণীর মিথ্যা কুৎসা কীর্ত্তন করিস্!

মানা—(সভয়ে) মহারাণা! মহারাণা! ঐ—ঐ দেখুন!

কুম্ভ। সত্যই ত! (ছুরিকা পতন, মানার গ্রাহ-মুক্তি) কিন্তু—কিন্তু!

মানা। মহারাণা! আমি মিথ্যাবাদী! (হাস্য)

কুম্ভ। মূর্খ! স্তব্ধ হ। বুকের মাঝে তুমুল ঝড়! কি করি?

মানা। মহারাণীকে ঐ কুম্ভ-মেরু দুর্গকক্ষে বন্দিনী করুন মহারাণা— আর এই সব বৈষ্ণবদের এমন শাস্তি দিন, যাতে, ভয়ে ওরা আর গিরিধরজীর এ মন্দিরের পাশে ও না আস্‌তে পারে!

কুম্ভ। মানা!—

মানা। নতুবা মেবারবাসিরা আর আপনার পায়ে, ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দেবে না, মহারাণা!

কুম্ভ। বটে!

মানা। ইতিমধ্যেই মহারাণীর সম্বন্ধে তারা নানারকম,—

কুম্ভ। দূর হ! (সভয়ে মানার প্রস্থান) মেবারের মহারাণী মীরাবাঈ শ্রীগোবিন্দের ভজনা করেন, তাতে তাঁর নিন্দার কি আছে? প্রজারা যদি মূর্খ হয়, তার জন্য দায়ী কে? শ্রীগোবিন্দের ভজন যে কত মধুর তা বুঝেছিলেন কেন্দুবিল্বের সেই ভক্ত কবি— জয়দেব গোস্বামী। আমি তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দের ললিত কান্ত পদাবলীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে, তারই ভাষ্য রচনা করেছি! মীরা যে সেই মাধুর্য্যেই মনঃপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে! কি মধুর, কি সুন্দর তার ভাষার লালিত্য! কি অপূর্ব্ব রসধারা তার ভাবপ্রবাহে!.. সে যে আমারও বড় আদরের—

(তারাবাঈ এর প্রবেশ)

তারাবাঈ। তাই আজ মেবারের কুলদেবতা, চিরজাগ্রতা দেবী ভীমা মাঈর মন্দিরপ্রাঙ্গণ জনশূন্য! পূজা-অর্চ্চনা, হোম বলি, চণ্ডীপাঠ, সবই বন্ধ!

কুম্ভ। মা—!

তারাবাঈ। তাই আজ মীরার স্পর্দ্ধা, তাকে, তার সীমার বাইরে টেনে এনে, এই গিরিধরজীর মন্দির-চত্বরে ফেলে দিয়েছে, ঐ হীন সংসর্গে!

কুম্ভ। কিন্তু মা! শ্রীগোবিন্দের সেবায় ত উচ্চ-নীচ জ্ঞান, থাকৃতে পারে না।

তারাবাঈ। মহারাণা কুম্ভ! তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, শক্তির উপাসক। কিন্তু গীতগোবিন্দের ললিতছন্দে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে, তুমি স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে বসেছ!

কুম্ভ। কিন্তু মা, আমি—

তারাবাঈ। তুমি মহারাণা কুম্ভ! বাপ্পাবীরের বংশধর! শিশোদীয়-বংশের সন্তান! ঐ বৈষ্ণবীয় মোহ ত্যাগ ক'রে,—ক্ষাত্রশক্তির সাধনায় তোমার মনঃপ্রাণ নিয়োজিত কর পুত্র! নইলে, পত্নী হারাবে, রাজ্য হারাবে,—আর, আর তোমার বংশমর্য্যাদা নগরীর পথের ধূলায় লুটিয়ে প'ড়বে কুম্ভ! (প্রস্থান)

কুম্ভ। বৈষ্ণবীয় মোহ! তাও হ'তে পারে হয়ত! কিন্তু যাই হ'ক, মাতার উপদেশ, মেবারবাসীর শ্রদ্ধা, আমি কোনটাকেই উপেক্ষা ক'রতে পারি না। আমি কঠোর ক্ষত্রিয়,—কর্কশপ্রস্তরে ঘেরা এই মেবার রাজ্য,—শক্তিস্বরূপিণী ঐ ভীমাদেবী আমার কুলদেবী, কেন্দুবিল্বের কান্ত কবির ললিত পদাবলী আমার জন্য নয়! মীরা! মীরা!

(মীরাবাঈ ও ভক্তগণের তন্দ্রাভঙ্গ)

মীরাবাঈ (তন্দ্রাভঙ্গে) কে আমায় ডাকলে? গিরিধরজী? না না; এ যে মহারাণা! দাসী পদপ্রান্তে রাণা! গিরিধরজীর ভজন আজ সার্থক! উৎসবের অম্লান কুসুমমালা আপনার গলায় পরিয়ে দিয়ে, আমার ভজন সফল করি প্রভু!

(গলায় মালা দিতে অগ্রসর)

কুম্ভ! মীরা! এ কোমল কুসুমমালা, তোমার ঐ প্রেমের দেবতা গিরিধরজীর গলায়ই পরিয়ে দাও। আমি কঠোর রাজপুত,—

যদি ভক্তি থাকে, তবে আমায় দাও লৌহ তরবারি!—রাজপুতের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, বীরাঙ্গনার প্রীতি-উপহার।

(মালা প্রত্যাখ্যান)

মীরাবাঈ। রাণা—

কুম্ভ। মীরা! রাঠোরবংশের কন্যা তুমি! শিশোদীয়বংশের পুত্রবধূ তুমি। তোমার উপাস্য দেবতা গিরিধরজী ত নন, তোমার উপাস্য দেবতা ঐ মা ভীমা। এস আমার সঙ্গে ঐ ভীমার মন্দিরে।

মীরা। মহারাণা! আপনি না শ্রীগীতগোবিন্দের ভাষ্যকার?

কুম্ভ। (ক্ষোভে) আমি সেই গীত-গোবিন্দ, ভাষ্যসহ, ঐ মা ভীমার মহাপুজার হোমাগ্নিতে, কাল ভস্মীভূত ক'রে ফেল্‌ব!

মীরা। না, না; আমার স্বামী ত এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না!

কুম্ভ। (ক্ষোভে) নিষ্ঠুর! কর্কশ পার্ব্বত্য দস্যু আমি! তোমার মত কোমল কুসুম মঞ্জরীর সোহাগ, আমা হ'তে সম্ভব নয় মীরা!

(মীরাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—যমুনাতীরবর্ত্তী পথ।

(শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রবেশ)

শ্রীরূপ। কোথায় সেই লুপ্ত তীর্থ! চারিদিকে শুধু বকুল, তমাল আর রসালের ঘন জঙ্গল! শ্রীগোবিন্দের সে শ্রীধাম ত কোন মতেই আবিষ্কার কর্ত্তে পারলেম না! উঃ! আর ত ঘুর্‌তে পারি না! এইখানেই একটু বসি!

(নেপথ্যে ব্রজবালকগণের কোলাহল)

ঐ! ঐ সেই ছেলেগুলো আবার আমার পিছু নিয়েছে,

ওরা আমায় পাগল ক'রে তুল্‌বে দেখছি। কোথায় যাই ওদের জ্বালায়!

(ব্রজবালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। ওরে পাগ্‌লা! ওরে পাগ্‌লা! (সকলের ধূলি বর্ষণ)

শ্রীরূপ। ওরে থাম্—থাম্ তোরা! আমায় ছেড়ে দে রে, ছেড়ে দে!

২য় বালক। দেখি তোর ঝুলিতে কি আছে! (ঝোলাকর্ষণ)

শ্রীরূপ। ওরে ঝোলাটা—আর কাঁথাখানা, অত জোরে টানিস্ না রে—টানিস্ না! (বালকেরা ঝোলা কাড়িয়া লইয়া হাঁসিতে লাগিল)। যা-যা! ঝোলা নিয়ে চলে যা তোরা। আমায় ছেড়ে দেরে, ছেড়ে দে! উঃ! আমার যে ছাতিটা ফেটে যাচ্ছেরে!

১ম বালক। তেষ্টা পেয়েছে তোর?

শ্রীরূপ। হাঁরে, হাঁ! তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা! ওরে ওটা কি বল্‌তোরে?

২য় বালক। ওটা একটা নালা!

শ্রীরূপ। ব্রজবল্লভ! কোথায় তোমার সেই শ্রীবৃন্দাবন? কোথায় সেই নিধুবন,—কোথায় তোমার কেলি-কদম্ব,—কোথায় তোমার সেই সাধের যমুনা? আর ত আমার দেখা হ'ল না। নদীয়ার গৌরাঙ্গ গোঁসাই! "আসব" ব'লে, চলে গেলে,—কৈ, আর ত ফিরে এলে না গোঁসাই! (রোদন)

১ম বালক। চল্ ভাই, আর ওকে ক্ষেপিয়ে কাজ নেই। ঐ দেখ কাঁদছে! (ঝোলা নিক্ষেপ)

শ্রীরূপ। ওরে তোরা জানিস্ তো ব'লে দেরে, কোথায় সেই শ্রীবৃন্দাবন। তোদের পায়ে পড়ছিরে! বল্ বল্—কোথায় বৃন্দাবন?

ব্রজবালকগণ। (সমস্বরে) "শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে ঐত বৃন্দাবন॥" (প্রস্থান)

শ্রীরূপ। এঁ্যা! ঐ? ঐ সেই মাধবের শ্রীবৃন্দাবন ধাম? ঐ গোষ্ঠেই কি তবে শ্রীনন্দ-নন্দন, শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে নিয়ে, গোচারণে আসত? ঐ কি তবে সেই—

(জীবানন্দের প্রবেশ)

জীবানন্দ— গীত।

ঐ সেই নীলবারি, যমুনা ধুনী!
মোহন মুরলী-তানে, ছুটিত যে উন্মাদিনী।
উহারই ঐ ঘাটে, ঐ সেই বংশীবটে,
নটবরশ্যাম বাজাত বাঁশরী;
(আর) গাগরি ভরণে আসি, শুনিয়া সে কাল্ বাঁশী
কুলে দিতে কালী, যত কুলের কামিনী।
যুবতী ব্রজের বধু, বুকে লয়ে প্রেম-মধু,—
কালিন্দীর ঐ কাল জলে, আসিত সিনানে,
(আর) কেলি-কদম্বে বসি,—"রাধা" "রাধা" নামে বাঁশী
বাজাত যে কালশশী, হ'ত রাই পাগলিনী।

(গীতসহ প্রস্থানোদ্যত)

শ্রীরূপ। চ'লে যাচ্ছ পথিক? না—না, যেওনা—যেওনা। দাঁড়াও—

জীবানন্দ। কে তুমি?

শ্রীরূপ। আমি কে তা' ভুলে যাচ্ছি!—আমি—আমি উন্মাদ! কিন্তু তুমি জ্ঞানী। বল ভাই,—ঐ কি মাধবের সেই বিগলিত করুণা-ধারা,—ঐ কি নটবরশ্যামের সেই শীতল প্রেম-বারি-ধারা—সেই কাল যমুনা?

জীবানন্দ। হাঁ ভাই, ঐত সেই যমুনা।

শ্রীরূপ। এঁ্যা! ঐ?—ঐ সেই প্রেমতরঙ্গিনী?

জীবানন্দ। হাঁ, ঐ সেই। তুমি বারবার সে কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?

শ্রীরূপ। কেন?—কেন?—আমার গায়ে বড় জ্বালা,—বুকে বড় যাতনা, প্রাণে বড় তীব্র পিপাসা! আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি! ঝাঁপিয়ে পড়ি! ঐ কাল জলে এ তাপিত অঙ্গ শীতল ক'রে আসি—(ঝম্প প্রদানোদ্যত)।

জীবানন্দ। (শ্রীরূপকে ধরিয়া) কর কি—কর কি!

শ্রীরূপ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমায়! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা! ঘুরে মরি, কেঁদে মরি, তবু সে নিঠুর কালা আমায় দেখা দেয় না! ওহো! কোথায় পাব? কেমন ক'রে পাব? কবে পাব? (রোদন)

জীবানন্দ। প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ! কে আপনি?

শ্রীরূপ। (রোষে ও দুঃখে) আমি অধম!—অমি মহাপাপী! নরাকারে পশু!—আমি,—নবাব হুসেন খাঁর উজীর,—দবীরখাস! আমার অত্যাচারে কত লোকের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে!

জীবানন্দ। গৌড়ের ত্রাস দবীরখাস! তোমার আজ এই দশা! উঃ! তোমারই নির্ম্মম অত্যাচারে, স্ত্রী পুত্র হারিয়ে, ভদ্রাসন বিক্রয় ক'রে—দেশান্তরী হ'য়ে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছি! এই দেখ ছেঁড়া কাঁথা,—আর এই ঝোলাটী মাত্র সম্বল আমার! (দুঃখে) বোধ হয়,—আমার দীর্ঘশ্বাসে ব্রজবল্লভের বুকে চোট্ লেগেছিল,—তাই তোমার ও ঐ দশা! দবীরখাস! চিরদিন কখনও সমান যায় না! দেখ্‌ছো? দেখ্‌ছো?

শ্রীরূপ। দেখ্‌ছি—! দেখ্‌ছি জীবানন্দ! কিন্তু—কিন্তু তোমার সেই দীর্ঘশ্বাস—যে আমার আশীর্ব্বাদ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

জীবানন্দ। আমি এ অন্তরের ব্যথা গোবিন্দের পায়ে জানাব ব'লে, তাঁরই গুপ্ত মন্দিরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

শ্রীরূপ। তুমিও ঘুরে বেড়াচ্ছ নাকি? বেশ,—বেশ—! আমায়ও সঙ্গে নাও ভাই।

জীবানন্দ। শুনেছি, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীরূপ-গোস্বামী—সেই লুপ্ততীর্থের সন্ধান জানেন। তাই আমি চলেছি ঐ রাধাকুণ্ডে, সেই মহাপুরুষের কুঞ্জে।

শ্রীরূপ। মহাপুরুষ! (উৎকট ব্যঙ্গহাস্য)

জীবানন্দ। ওকি! তুমি হাস্‌ছ যে? তুমি কি তবে সত্যই উন্মাদ হ'য়েছ নাকি?

শ্রীরূপ। এঁ্যা! মহাপুরুষ—! বটে! বটে! (হাস্য)

জীবানন্দ। যিনি এই বৃন্দাবনে,—"হা কৃষ্ণ"—"হা কৃষ্ণ",—র'বে, আত্মহারা হ'য়ে, আকুল ক্রন্দন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনি মহাপুরুষ নন, ত, কি তুমি?

শ্রীরূপ। (রোদন সহ) আকুল ক্রন্দন! আকুল ক্রন্দন! হা কৃষ্ণ! হা মাধব! চখে ত আর জল নেই। তোমার যমুনার বারি শুকিয়ে গেছে—! আমার প্রাণ-যমুনায়ও ভাটা পড়ে এসেছে! তোমায় ত আর দেখ্‌তে পাবনা! (রোদন)

জীবানন্দ। প্রেমের গোঁসাই—! কে আপনি? বলুন—বলুন!

শ্রীরূপ। দবীরখাস্‌! পাষাণ প্রাণ! তাই আজও গৌরাঙ্গ গোঁসাইএর সে আশা পূর্ণ ক'রতে পারলেম না! দবীরখাস্‌! নবাবের গোলাম! আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—!

জীবানন্দ। আপনিই কি তবে সেই শ্রীরূপ গোস্বামী ?

শ্রীরূপ। রূপ দিয়েছিল সেই রূপের ঠাকুর নিমাই! সে চলে গেছে তার রূপ নিয়ে, আমায় ফেলে গেছে এই অন্ধকারে! আলো নেই রে—আলো নেই ; রূপের হাটের সে নীলকান্ত মণি, এই অন্ধকারে, কেমন করে খুঁজে বার করি বল ?

জীবানন্দ। প্রভু! আমি অজ্ঞান। আপনাকে চিন্তে পারি নাই! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন প্রভু! আমায় ঐ চরণে আশ্রয় দিন,—। আমি আজ হ'তে আপনার দাস! (প্রণাম)

শ্রীরূপ। বেলা চ'লে যায়—বেলা চ'লে যায় জীবানন্দ! আয়, আয় দেখি যদি তাঁকে পাই!

জীবানন্দ। দাস আপনার ছায়ার মত পেছনে আছে প্রভু! (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর—ভীমার মন্দির-প্রাঙ্গণ।

পূজারতা তারাবাঈ। ভীমসিংহ ও একপার্শ্বে রাজপুতগণ ও চারণ।

সকলে। জয় ভীমা মাঈ কি জয়!

তারাবাঈ। চারণ কবি! মায়ের লীলা কীর্ত্তন কর।

চারণ। (উঠিয়া)

গীত

নাচে মা ধিয়া ধিয়া, তাধিয়া ভবানী।
ভীমা ভৈরবী রঙ্গিনী সঙ্গিনী।

জ্বলে লক' লক' ত্রিনয়ন ভালে,
রক্ত-ধারা ঝরে, রসনা-করালে ;
রক্তজবা রাঙে চক্রবালে
অট্ট হাস্যে কাঁপে আকাশ মেদিনী !
তা'থৈঃ ! তাথৈঃ নাচে দনুজদলনী,
রুধির কর্দ্দমে, কপালমালিনী,
জঘনে কর-মালা, আলুথালু-কুন্তলা
চরণে পড়ে ভোলা, দেখোনা শিবানী । (প্রস্থান)

(গীতান্তে সকলের প্রণাম । অকস্মাৎ মৃদঙ্গ করতাল ধ্বনি সহ
কীর্ত্তন গানশব্দ শুনা গেল ।)

তারাবাঈ । ওকি ! (মানার প্রবেশ) মানা ! ও কিসের শব্দ ?

মানা । মা ! মহারাণী বৈষ্ণবদের সঙ্গে, রাজপথে সংকীর্ত্তনে বেরিয়েছেন ! (প্রস্থান.)

তারাবাঈ । ভীমসিংহ—

ভীমসিংহ । মা ! আশ্বস্ত হ'ন ! গুপ্ত মন্ত্রণা-সভায়, সমস্ত সামন্ত রাজগণ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রেছেন, যে তাঁরা ঐ ক্লীব বৈষ্ণবধর্ম্ম উচ্ছেদ কর্ত্তে— প্রাণদানে অগ্রসর হবেন ! আপনার আদেশ তাঁরা সকলেই মাথায় তুলে নিয়েছেন মা ।

তারাবাঈ । আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও ! কিন্তু আমার অন্য অনুরোধটী, বোধ হয় তুমি ভুলে গেছ !

ভীমসিংহ । না মা, ভুলি নাই ! ঝালোয়ারপতিও এই গুপ্ত সভায়উপস্থিত ছিলেন । তিনি মহারাণী মীরাবাঈএর আচরণ সব শুনে, মহারাণার দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের আবশ্যকতা মনে করেন ।

তারাবাঈ। কিন্তু সুলক্ষণা পাত্রীর কি অনুসন্ধান ক'রেছ ?

ভীমসিংহ। মা! ঐ ঝালাপতিরই অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা শ্রুতিবাঈ মেবারের যোগ্যা মহারাণী হ'তে পারেন। তবে—

তারাবাঈ। বল—বল ?

ভীমসিংহ। তবে সসৈন্যে না গেলে, সে রত্ন লাভ করা যাবে না।

তারাবাঈ। কেন—কেন ভীমসিংহ ?

ভীমসিংহ। মন্দর রাজকুমার রত্নসিংহ তাঁর প্রতি বহুদিন হ'তেই প্রণয়াসক্ত। কিন্তু ঝালাপতি সেই কাপুরুষের হাতে তাঁকে অর্পণ ক'র্ত্তে চান না। তাঁর ইচ্ছা, রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ বীর মহারাণার ক'রেই তাঁকে সমর্পণ করেন। রত্নসিংহ বলপূর্ব্বক তাঁকে হরণ ক'র্ত্তে চলেছে—আমি তা শুনেছি। ঝালাপতি দুর্ব্বল, এই সময়ে তাঁকে সৈন্যসাহায্য করা এবং ঐ কাপুরুষকে পরাজিত ক'রে, শ্রুতিবাঈকে লাভ করা, মহারাণার উদারতা ও গৌরবের পরিচয় হবে মা! তবে রাণা কি—

তারাবাঈ। সে ভার আমার উপর! তুমি নিশ্চিন্ত থাক ভীমসিংহ!

(কুম্ভের প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন)

কুম্ভ। (দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবীর পূজা সাঙ্গ হ'য়েছে মা? মীরাকে যে আমি এই স্থানে রেখে গিয়েছিলেম; সে কোথায় ?

তারাবাঈ। চিতোরের রাজপথে, অসূর্য্যম্পশ্যা মেবারের মহারাণী মীরাবাঈ, ইতর জনের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে বেরিয়েছেন!

কুম্ভ। মা!

তারাবাঈ। সমগ্র মেবারবাসীর ইচ্ছা,—তুমি আবার বিবাহ কর।

কুম্ভ। মা! তাও কি সম্ভব!

তারাবাঈ। স্বধর্ম্মত্যাগিনী মীরাবাঈ; তোমার ধর্ম্মের সঙ্গিনী হ'তে পারে না কুম্ভ!

কুম্ভ। স্বধর্ম্মত্যাগিনী!

ভীমসিংহ। মেবারবাসীরা আর তাঁকে মহারাণী ব'লে স্বীকার ক'রতে চায় না, মহারাণা!

কুম্ভ। সেকি! আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না ভীমসিংহ, মেবারের মহারাণী এমন কি—(মানা ও রোহিদাসের প্রবেশ) মানা! কি সংবাদ!

মানা। মেবারের একটি দরিদ্র প্রজা মহারাণার চরণে কি নিবেদন ক'ত্তে এসেছে! (রোহির প্রতি) মহারাণা তোমার সম্মুখে!

কুম্ভ। কি তোমায় আবেদন?

রোহিদাস। আজ্ঞে, এ সংসারে, আমার পরিবারটি মাত্র সম্বল। ছেলে মেয়ে ব'ল্‌তে কেউ নেই মহারাণা—! আর এটা সবাই দেখেছে।

কুম্ভ। কি দেখেছে?

রোহিদাস। দেখেছে যে মেবারের মহারাণী, প্রকাশ্য রাজ-পথে সংকীর্ত্তন ক'রে বেড়াচ্ছেন, কতকগুলি ইতর লোক সঙ্গে নিয়ে। আমার তিনিও সেই ভজনগানে যোগ দিয়ে, পথে পথে নেচে বেড়াচ্ছেন! মহারাণা! যদি ঘরের বউয়েরা, এমনি ক'রে, পথে পথে নেচে গেয়েই বেড়াবে, তাহ'লে পাঁচ জনেই বা ব'লবে কি,—আর আমাদের ঘর সংসারই বা বাজায় ক'রবে কারা? (নতজানু)

তারাবাঈ। রাজপুতনারীর এ কলঙ্ক,—বংশ মর্য্যাদার এ অপমান, আমি সহ্য ক'রব না কুম্ভ!

কুম্ভ। মা! আমি এর বিচার ক'রব। তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে?

রোহিদাস। আজ্ঞে,—আর যা বলবার আছে,—তা আর আমায় ব'লতে দেবেন না রাণা! এই এত লোক জনের সাম্‌নে মেবারের মহারাণীর বিষয়ে কোন কথা—

কুম্ভ। (রোষে) নরাধম! মেবারের মহারাণীর বিষয়ে তোর কি বলবার আছে?

রোহিদাস। আজ্ঞে—কিছু না—কিছু না মহারাণা! ঐ পরিবারটীর জন্যে ভাব্‌তে ভাব্‌তে, আমার মগজটা বিগড়ে যাচ্ছে মহারাণা! তাই, কি বল্‌তে গিয়ে, কি বলে ফেলেছি! আমায় মার্জ্জনা করুন।

কুম্ভ। দূর হ'।

(রোহিদাসের সভয়ে প্রণাম করিতে করিতে প্রস্থান)

ভীমসিংহ। মহারাণা! দরিদ্র প্রজার এ ইঙ্গিত উপেক্ষণীয় নয়!

কুম্ভ। ভীমসিংহ! তুমি ভুলে যাচ্ছ যে কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, কাকে কি বলছ!

তারাবাঈ। শিশোদীয়বংশগরিমা—আজ কলঙ্ককালিমালিপ্ত হ'ল! কলঙ্কের বিষমাখান তীর, আর আমি সহ্য ক'র্ত্তে পার্চ্ছি না! আমি এ জীবন, ঐ ভীমার সম্মুখে বিসর্জ্জন দেব!

(ছুরিকাঘাতে স্বীয় বক্ষঃ দীর্ণ করিতে উদ্যত)

কুম্ভ। (তারাবাঈ এর হস্ত ধারণ করিয়া) মা! আমি তোমাকে স্পর্শ ক'রে, ঐ ভীমা মাঈকে সাক্ষী রেখে, প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যে তোমার উপদেশই, এখন থেকে কুম্ভের জীবনের ধ্রুবতারা— আর এই অসহ কলঙ্কের মূল আমি উৎপাটিত ক'রব!

তারাবাঈ। তবে মহারাণা কুম্ভ!

কুম্ভ। মা!

তারাবাঈ। সামন্তরাজ ঝালাপতির সাহায্যে অগ্রসর হও। তিনি বিপন্ন! তোমার আশ্রিত! মন্দরকুমার রত্নসিংহ সৈন্য সাহায্যে তাঁর কন্যা শ্রুতিবাঈকে হরণ ক'র্ত্তে অগ্রসর হ'য়েছে।

কুম্ভ। আমি তোমার পদধূলি, আর ভীমার আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ ক'বে, এই মুহুর্ত্তে যাত্রা ক'র্চ্ছি মা!

তারাবাঈ। বাহুবলে অর্জ্জিত! সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী শ্রুতিবাঈ হবে মেবারের মহারাণী!

কুম্ভ। মা! রত্নসিংহ যে বহুদিন হ'তেই তার প্রতি অনুরক্ত!

তারাবাঈ। সেই কাপুরুষের হাতে ঝালাপতি তাঁর কন্যাকে সমর্পণ ক'রবেন না পুত্র!

ভীমসিংহ। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা!

তারাবাঈ। স্মরণ কর কুম্ভ, সেই আর্য্যবীরগাথা, সুভদ্রাহরণ, রুক্মিণী-হরণ, আব এই রাজস্থানে সংযুক্তাহরণ!

কুম্ভ। কিন্তু মা—

তারাবাঈ। আর স্মরণ কর তোমার প্রতিজ্ঞা।

(নেপথ্যে মীরা গাহিল,—"মীরা কি প্রভু গিরিধর নাগর, চরণকমল বলিহার।")

কুম্ভ তবে থাক মীরাবাঈ, তোমার ঐ গিরিধরের চরণকমল ধ'রে,—আমি যাই রাজস্থানের স্বর্ণ কমল লুঠে আন্তে! ভীমসিংহ! অবিলম্বে প্রস্তুত হও।

ভীমসিংহ। যথাদেশ মহারাণা! (প্রস্থান)

তারাবাঈ। আশীর্ব্বাদ করি পুত্র! তুমি বিজয়গৌরবে ফিরে এস!

কুম্ভ। মা! (প্রণাম)

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর—নগরপথ।

(মীরাবাঈ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীগণের গীত সহ প্রবেশ)

কীর্ত্তন। (ভজন)

এয়সো জনম নেহি বারংবার।

প্রিয়ামিলন যামিনী, উৎসব মনা রে, ফাগুণ্ কে দিন চার।

বিন্ সুর রাগ মুখ সোঁ গাবে,—
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রণকার।

ঘট্‌কে সব পট্ খোল দিয়ে হ্যায়—
লোক-লাজ সব ডার।

মীরা কি প্রভু গিরিধর নাগর—
চরণকমল বলিহার।

(গীত সহ প্রস্থান ও রোহিদাসের প্রবেশ)

রোহিদাস। ঐ যে! ঐ যে চলেছে! এইবার—এইবার মারি ছোঁ!

(অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে আগমন)

ও বাবা! মাগী যে একেবারে মহারাণীর পাশে! কি করি? কি উপায়ে ধ'রে আনি? রাণীমাঈর কাছে গিয়ে, কেঁদে কেটে, এ প্রাণের দুঃখ জানাব নাকি! না বাবা। রাণার কাছে দুঃখ জানাতে গিয়েত, হ'য়ে গিয়েছিল আরকি,—আবার রাণীর কাছে গিয়ে শক্ত ফ্যাসাদে না পড়ি। তবে করিই বা কি ছাই? (চিন্তা) হাঁ, হাঁ, ঠিক্ হ'য়েছে! মতলব গজিয়ে উঠেছে বাবা! বৈষ্ণবী সেজে গিয়ে, ঐ ঝাঁকে মিশে পড়ি। তারপর ফাঁক বুঝে, শালীর চুলের মুঠো না ধ'রে, দে ছুট! সীতে হরণ না ক'রে আর চ'লছে না দেখছি! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

বৃন্দাবন—গুপ্ত শ্রীমন্দিরদ্বার।

(জঙ্গলাকীর্ণ মন্দিরপার্শ্বে তমালডালে ময়ুর নৃত্য করিতেছে।
মন্দিরাভ্যন্তর হইতে নূপুরধ্বনি শোনা যাইতেছে !
বিকচ বকুলরাশি ঝরিয়া পড়িতেছে !)

(শ্রীরূপ ও জীবানন্দ উৎকর্ণ হইয়া প্রবেশ করিলেন)

শ্রীরূপ। শুন্‌ছো ? শুন্‌ছো ?

জীবানন্দ। শুন্‌ছি প্রভু ! নূপুরধ্বনির তালে তালে, ঐ দেখুন তমালের ডালে, পুচ্ছ বিস্তার ক'রে ময়ূর নৃত্য ক'রছে ! আর অবিশ্রান্ত গন্ধ বকুল ঝুর্ ঝুর্ ক'রে ঝ'রে প'ড়ছে !

শ্রীরূপ। জীবানন্দ ! জীবানন্দ ! ঐ—ঐ দেখ !

জীবানন্দ। কি প্রভু ?

শ্রীরূপ। মাধবীলতায ঘেরা শ্রীমন্দির-দ্বার ! খোল, খোল !

জীবানন্দ। প্রভু ! এই কি তবে—

শ্রীরূপ। হাঁ, হাঁ, এই ত আমার মাধবের সেই নিকুঞ্জ-কুটীর ! দ্বার খোল ! দ্বার খোল ! আর বিলম্ব ক'র না জীবানন্দ !

জীবানন্দ। (দ্বারে করাঘাত করিয়া) প্রভু ! দ্বার যে রুদ্ধ !

শ্রীরূপ। রুদ্ধদ্বার ! রুদ্ধদ্বার ! (উপবেশন) ওহো ! আমি মহাপাপী ! কৈ আরত নূপুর রুণুঝুনু বাজে না—ময়ুর নাচে না—বকুলকুল আকুল হ'য়ে ঝ'রে পড়ে না ! কি হ'ল ! কি হ'ল !

জীবানন্দ। প্রভু ! আমি দেখে আসি—শ্রীমন্দিরের আর কোন দ্বার আছে কিনা—

শ্রীরূপ। যাও যাও ! সেই রূপসুধার পিপাসা, আরত চাতক সইতে পার্চ্ছে না !

জীবানন্দ। গীত।

(ওগো) তৃষিত চাতক মাঙে বারি !
বরিষ অমিয়-ধারা, নীল নীরদ তুমি, মরি যে ফুকারি—, ফুকারি ॥
মুকুন্দ মুরারী, নিধুবন চারী,
নিকুঞ্জ দুয়ারে, রূপের ভিখারী,
বাজায়ে বাঁশরী, নূপুর গুঞ্জরি
দেখা দাও হরি, শিখীপাখাধারী।

(গীত সহ প্রস্থান)

শ্রীরূপ। খোল দ্বার ! খোল দ্বার ! ওগো কুঞ্জকুটীর বিহারী ! রূপের ভিখারী প'ড়ে দ্বারে ! অভিমান ভরে, কেন ব'সে আর গোকুলচাঁদ ! মান অভিমান ঐ যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে, দারুণ পিপাসা নিয়ে, কত আশা বুকে পূরে এসেছি আজ তোমারই চরণ-ছায়ায় ! তৃপ্ত কর—তৃপ্ত কর মাধব ! ওহো ! এ যে অফুরন্ত আশা—যুগযুগান্তের আকুলতা—

(সোপানে মূর্চ্ছা ও ললাটে আঘাত ও রক্তস্রাব)

(জীবানন্দের ভিন্ন পথে প্রবেশ)

জীবানন্দ। না ; আর তকোন দ্বার পেলুম না ! ঐ যে প্রভু আমার ঘুমিয়ে প'ড়লেন ! প্রভু ! উঠুন ! একি ! কপাল ফেটে যে রক্ত প'ড়ছে ! উঃ! কি করি—কি করি !

শ্রীরূপ। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) জীবানন্দ ! আর চিন্তা নাই ! আর চিন্তা নাই ! ঐ আসে রাই উন্মাদিনী ! এইবার খুলে যাবে কালার ঐ কুঞ্জের দ্বার ! যাও যাও—তাকে পথ দেখিয়ে, শীঘ্র নিয়ে এস জীবানন্দ ! নইলে যে সে এই ঘন বনের মাঝে দিশেহারা হ'য়ে প'ড়বে !

জীবানন্দ। প্রভু! মূঢ় আমি! আপনার কথার মর্ম্ম ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

শ্রীরূপ। আমি তন্দ্রা-ঘোরে শুনেছি কালার মর্ম্মকাহিনী! কে যেন রে রাজরাণী, কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী, কলঙ্কের ডালি মাথায় করে, ছুটে আসে ঐ শ্যামের অভিসারে! তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এস।—যাও, যাও; নইলে তার এ দারুণ অভিমান ভাঙ্গবে না—রুদ্ধ কুঞ্জদ্বার আর খুল্‌বে না। (সোপানে শয়ন)

জীবানন্দ। যথাদেশ প্রভু! ব্রজবল্লভ! প্রভুকে আমার, তোমারই চরণ-ছায়ায় ঘুমন্ত রেখে, তোমারই শ্রীরাধার সন্ধানে চ'ল্লেম। কোথা রাই? এস রাই! এস এই শীতল তমালের ছায়ায়, এস এই বকুল-কলাপ-গন্ধে, এস এই তোমার নটবর শ্যামের বিরহ বন-বীথিকায়,— (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোর গিরিধরজীর মন্দির সমীপস্থ পথ।

(বৈষ্ণবী-বেশে রোহিদাসের প্রবেশ)

রোহিদাস। যাক্! এইবার যা সেজেছি, আর কার বাবার সাধ্যি যে আমায় চেনে! এই বেশে একবার ঝাঁ করে, ঐ ভজনের দলে ঢুকে পড়ি। তারপর তাক্ বুঝে, শালীর চুলের মুঠো না ধরে—দে ছুট—!

—নৃত্যগীত—

(আমি) রাধার প্রেমের মান্‌ভাঙ্গাতে ঘোম্‌টা এঁটেছি।
(তার) প্রেমের দায়ে সরম্‌ ধরম্‌ ভাসিয়ে দিয়েছি।
নাকে আঁকা রস কলি ;
রসের নাগর চতুরালী ;
রসময়ী রাধার তরে,
বিদেশিনী সেজেছি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
যাব সেই যমুনার তীরে ;
বাঁশী ভেঙ্গে, ম'রব ডুবে
মনেতে রাই ভেবেছি।

(গীতসহ প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

চিতোর—গিরিধরজীর মন্দির চত্বর। মন্দির পশ্চাতে মালভূমিতে কামান।

মালভূমিতে ভীমসিংহ, গোলন্দাজ, কুম্ভ দণ্ডায়মান।
(কুসুম-ভূষণ-সজ্জিতা বৈষ্ণবীগণ ও মীরাবাঈ। কুসুমালঙ্কারে ও মুক্তাহারে সজ্জিত শ্রীগিরিধর বিগ্রহ।
সকলে রাসোৎসবে আত্মহারা।)

রাস নৃত্যগীত।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
ডগমগ ডম্ফ, ডিমিকি ডিমি মাদল,
রুণুঝুনু রুণুঝুনু মঞ্জীর রণিয়া।
নটতি কলাবতী, শ্যাম সঙ্গে মাতি, কিঙ্কিনীবলয়া সিঁথি ধ্বনিয়া;
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি, মৃদঙ্গ গরজনি, স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নিসা ছাঁন্দুয়া;
নিধুবনে রাস, তুমুল উতরোল
চল ত যুবতীজন, মাতিয়া,—
শ্রমভরে গলিত, লোলিত কবরী-যুত
কণ্ঠ-মালতী-মাল বিথারিয়া।

মীরাবাঈ। গিরিধরজী! ওকি! তোমার চ'খে জল কেন? তুমি কাঁদছ? কেন, কেন? কি ব্যথা পেয়েছ গিরিধর আমার! বৈষ্ণবগণ! ঐ দেখ শ্রীমুখ আজ অশ্রু-সিক্ত! তোমার চ'খে জল দেখ্‌লে, আমার এ বুকে যে শেল বাজে! (কামান গর্জ্জন) কেরে নিষ্ঠুর! এমন মধুর স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলি (বাহিরে আসিলেন)

কুম্ভ। (মালভূমি হইতে) মহারাণী মীরাবাঈ! সমগ্র মেবার-বাসীর ইচ্ছায়, আমি ঐ মন্দির, এই কামানের মুখে চূর্ণ ক'রব! তুমি, তোমার ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে, এই মুহূর্ত্তে গিরিধরজীর মন্দির পরিত্যাগ কর!

মীরাবাঈ। মহারাণা! গিরিধরজী মেবারবাসীর এমন কি সর্ব্বনাশ করেছেন—যে তারা তাঁর শ্রীমন্দির চূর্ণ কর্ত্তে চায়?

কুম্ভ। ভীমসিংহ—

ভীমসিংহ। মহারাণী! আমরা রাজপুত জাতি, শক্তির উপাসক। এই ক্লীব বৈষ্ণব ধর্ম্ম, দুর্ব্বল বঙ্গবাসীরই জন্য,—আমাদের

জন্য নয়। সেই ক্লীব ধর্ম্মের উচ্ছেদ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

মীরাবাঈ। বেশ, তবে ঐ শ্রীমন্দির চূর্ণ ক'রবার পূর্ব্বে, সেই ক্লীব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তিকা,—আমার এই বক্ষঃ তোমরা চূর্ণ কর—

কুম্ভ। তোমার কোন প্রার্থনাই আমি শুনতে পারব না। আমি মেবারের রাণা!

মীরাবাঈ। মেবারের রাণা—এতটা নিষ্ঠুর হ'তে পারেন, মেবারের রাণী তা বিশ্বাস ক'রতে পারেন না।

কুম্ভ। কিন্তু মেবারের মহারাণী এটা নিশ্চয়ই জানেন, যে প্রজার প্রীতি ও প্রজার ভক্তির উপরই এই মেবার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মেবারের মহারাণা, সমগ্র প্রজার সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধে, দাঁড়াতে পারেন না!

মীরাবাঈ। বেশ; তবে তাই হ'ক!

কুম্ভ। তোমার ভক্তগণকে তাহ'লে, এই মুহুর্ত্তে বেরিয়ে আসতে বল!

মীরাবাঈ। আমার ভক্তগণ, ঐ গিরিধরজীর চরণাশ্রিত, তারা ত মহারাণার করুণার প্রত্যাশী নয়!

কুম্ভ। মীরাবাঈ!

মীরাবাঈ। মহারাণা! এই ক্লীব দেবতা শুধু যমুনার তীরে মধুর মুরলীধ্বনি ক'রেই ক্ষান্ত হন নাই। ইনিই যে সেই কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে—পার্থ-সারথীর বেশে, ভীষণ পাঞ্চজন্যে ফুৎকার ক'রেছিলেন।

কুম্ভ। আমি বধির মহারাণি! কামানে অগ্নি-সংযোগ কর ভীমসিংহ।

ভীমসিংহ। যথাদেশ মহারাণা!

(গোলন্দাজকে ইঙ্গিত। গোলন্দাজের জ্বলন্ত মশাল ধারণ)

কুম্ভ। সরে যাও—মীরা! কামানে অগ্নি-সংযোগ করা হচ্ছে!

মীরা। বেশ। (অগ্রসর হইয়া কামানে বুক পাতিয়া)

"মম জীবন মরণ কি সাথী
তোঁহে না বিসরি দিন রাতি।"

(শূন্যে মেঘান্তরালে শ্রীশ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির বিকাশ)

ভীমসিংহ। মহারাণা! কামানে যে অগ্নি সংযোগ করা হয়ে গেছে!

কুম্ভ। মীরা! (বলপূর্ব্বক কামান-মুখ হইতে সরাইয়া) মীরা!

(ভীষণ কামান গোলা ছুটিল ও মন্দির পার্শ্বস্থ অট্টালিকা বিদীর্ণ করিল)

ভীমসিংহ। মহারাণা! অদূরে ঐ একটী জীর্ণ প্রাচীর মাত্র চূর্ণ হ'ল! মন্দির যে অক্ষত!

মীরাবাঈ। আমার গিরিধর যে চির-জাগ্রত—ভীমসিংহ (প্রস্থানোদ্যত)

(শূন্যে শ্রীশ্রীবিষ্ণু মূর্ত্তির অন্তর্হিত হওন)

কুম্ভ। কোথায় চলেছ মীরা?

মীরাবাঈ। যাঁর করুণায় ভক্তবৃন্দের অমূল্য জীবন রক্ষা হয়েছে—তাঁরই শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে,—তাঁর উৎসব সম্পূর্ণ কর্ত্তে রাণা!

(মীরাবাঈ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও সকলে মিলিয়া
গিরিধর-চরণে পড়িলেন।)

(মানার বৈষ্ণবীবেশী রোহিদাস সহ প্রবেশ)

মানা। মহারাণা! মন্দির পার্শ্বে যে অরণ্য, সেখানে একটী কাল অশ্ব বাঁধা রয়েছে,—আর এই লোকটা বৈষ্ণবীবেশে ঐখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কুম্ভ। কে তুমি?

রোহিদাস। মহারাণা! আমি—আমি—সেই! ঐ যে ভীমাবাঈর মন্দিরে আমার স্ত্রীর কথা আপনাকে ব'লতে গিয়েছিলুম—মহারাণা!

ভীমসিংহ। তুমি বৈষ্ণবীবেশে, কেন ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে ?

রোহিদাস। আমার পরিবারটীর জন্যই অপেক্ষা কর্ছিলুম মহারাণা—! আমি আপনার গরীব প্রজা মহারাণা! আমার যে কি দুঃখ, তা আর কাকে ব'লব বলুন। আমার আর কে আছে? (রোদন)

কুম্ভ। ওকে মুক্তি দাও! (তথাকরণ)

ভীমসিংহ। কিন্তু মহারাণা—

কুম্ভ। ভয় নেই ভীমসিংহ! ও লোকটা স্ত্রৈণ, মূর্খ—। আর কিছুই নয়!

রোহিদাস। মহারাণার অনুমান সত্য। জয় মহারাণার জয় (প্রণাম) আমি তবে বিদায় হই মহারাণা! (স্বগত) উঃ। কি বিপদেই প'ড়েছি আমি! কি করি! দূর তোর ঘর-সংসার! থাক পড়ে সব! আমিও যাই হীরের সঙ্গে ঐ ভজনে। গিরিধরজী ত জাগ্রত—নইলে এই কামানের গোলা থেকে তাঁর ঐ মন্দির কেমন ক'রে রক্ষা হ'ল—। যাই হীরের কাছে—ঐ মন্দিরে। জয় গিরিধরজী!

(প্রস্থান)

কুম্ভ। মানা! সেই অশ্বটী ওখান থেকে সরিয়ে রেখে, অশ্বারোহীর অনুসন্ধান কর।

মানা। যথাদেশ মহারাণা। (প্রস্থান)

কুম্ভ। এস ভীমসিংহ! কর্ত্তব্য স্থির করি!

(সকলের প্রস্থান)

(মন্দিরে ভক্তগণসহ মীরাবাঈ নিদ্রিত। মীরাবাঈ সিংহাসনতলে শায়িতা এবং অশ্রু-সিক্তা)—.

(শ্রীশ্রীগিরিধরজীর মুক্তামালা হস্তে প্রবেশ ও গীত।)

গীত

"ঘটয় ভুজবন্ধনং, জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং।
ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি ভব জলধি রত্নং ॥"

(নিদ্রিতা মীরার কণ্ঠে মুক্তাহার পরাইয়া, তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া, ললাট চুম্বন করিয়া তিরোভাব)

(লুক্কায়িত রত্নসিংহের মন্দির ভিতর হইতে আবির্ভাব)

রত্নসিংহ। একি দেখলুম! একি স্বপ্ন? না সত্য? মা—মা—!

মীরাবাঈ। কে? ওঃ! কুমার রত্নসিংহ! মনে প'ড়েছে তোমার কথা! চল—আর বিলম্ব করনা। ঐ সেই কুম্ভমেরুর সুড়ঙ্গ পথ!

রত্নসিংহ। দেবি!—দেবি!—

মীরাবাঈ। কি—কুমার?

রত্নসিংহ। আমি—আমি—না, না। আমি তাকে শুধু একবার জন্মের শোধ দেখে, চ'লে যাব মা!

মীরাবাঈ। তোমার প্রেম জয়যুক্ত হ'ক কুমার! এস—(প্রস্থান)

রত্নসিংহ। চলুন মা। (অনুসরণ)

অষ্টম দৃশ্য

কুম্ভ-মেরু, দুর্গ কক্ষ।

(শ্রুতিবাঈ ও রত্নসিংহের প্রবেশ)

শ্রুতি। রত্নসিংহ! শৈশবের সেই মধুর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেল। আমার আশা জন্মের মত পরিত্যাগ কর।

অত্ন। কিন্তু পাষাণি! আমি তা পাচ্ছি কৈ! আমি তা পার্চ্ছি কৈ! এস শ্রুতি! সাহসে বুক বাঁধ! ঐ বাতায়ন-পথে, আমরা উভয়ে, এই অন্ধকারে পালিয়ে যাই!

শ্রুতি। রত্নসিংহ! সে যে মৃত্যুর দ্বারে!

রত্ন। মৃত্যু! মৃত্যু নাই! হৃদয়ের মাঝে যে প্রেম, সে যে অনন্ত—সে যে মৃত্যুজয়ী! মরণের আর্ত্তনাদ সেখানে নেই শ্রুতি! সেখানে আছে মিলনের অবিরাম সঙ্গীত।

শ্রুতি। কিন্তু,—কিন্তু—আমি যে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়ছি?

রত্ন। বুক বাঁধ'—বুক বাঁধ' শ্রুতি! আর সময় নেই—ঐ বাতায়ন,পথ! (নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি ও শ্রুতির অন্তরালে গমন)

(মীরাবাঈএর প্রবেশ)

মীরা। কুমার রত্নসিংহ! ওই শোন' তূর্য্যধ্বনি! এই মুহূর্ত্তে পালাও! মহারাণা তোমার গুপ্ত আগমনের সংবাদ পেয়েছেন।

(কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। মন্দর রাজকুমার রত্নসিংহ! তোমার বোধ হয় ধারণা ছিল যে মেবারে মহারাণার মাত্র দুটী চক্ষু? তা নয়,—মাত্র দুটী চক্ষু দিয়ে এই বিশাল রাজ্য শাসন করা যায় না! (বংশী-ধ্বনি ও প্রহরীর প্রবেশ) এই রাজকুমারকে প্রাসাদ-দুর্গে বন্দী ক'রে রাখ।

প্রহরী। যে আদেশ মহারাণা! (রত্নসিংহকে লইয়া প্রস্থান)

কুম্ভ। মহারাণী মীরাবাঈ! তুমিও এই কুম্ভমেরুর নির্জ্জন কক্ষে বন্দিনী হ'লে! তবে একাকিনী নও; এখানে আরও

একটী সুন্দরী আছেন—ঝালোয়ার রাজকুমারী শ্রুতিবাঈ। আমার সেই প্রেমের বন্দিনীই তোমার সঙ্গিনী হবেন।

মীরা। মহারাণা! (রোদন)

কুম্ভ। এ ঝলমল মুক্তাহার-গাছটী কি ওই তরুণ মন্দর রাজকুমারের উপহার?

মীরা। মহারাণা! আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, যে এ হার কেমন ক'রে আমার গলায় এল!

কুম্ভ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তাই বটে!

মীরাবাঈ। মহারাণা। মীরা, গিরিধরজীর সেবায়, স্বামী সেবা ভুলে গেলেও, দ্বিচারিণী নয়!

কুম্ভ। কিন্তু মেবারের রাজপুতগণ যে তাই,—তাই বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছে।

মীরাবাঈ। মহারাণা!

কুম্ভ। তারা চায় তোমার নির্ব্বাসন!

মীরা। কিন্তু মেবারের মহারাণাও কি তাই চান?

কুম্ভ। প্রজার সন্তোষ-বিধানে, তিনি এ ভিন্ন, আর কি চাইতে পারেন?

মীরা। বেশ তাই হবে। মহারাণা! দাসীকে তবে জন্মের শোধ বিদায় দিন! (গলার মুক্তাহার খুলিয়া রাখিয়া প্রণাম)

কুম্ভ। (মীরাকে ধারণ পূর্ব্বক) মীরা! মীরা! সত্য বল, এ হার তোমার গলায় কে পরিয়ে দিয়েছে!

মীরা। আমি ত জানি না মহারাণা! (প্রস্থানোদ্যত)

কুম্ভ। দাঁড়াও! বল, বল মীরা! আমি বিশ্বাস করব—

মীরা। কাঁচ ভেঙ্গে গেলে আর যোড়া লাগে না রাণা—

কুম্ভ। বেশ, তবে তুমি আজ রাত্রেই মেবার ত্যাগ ক'রবে!

মীরা। মহারাণার আদেশ অক্ষরে—অক্ষরে প্রতিপালিত হবে
(প্রস্থান)

কুম্ভ। মীরা! মীরা! না যাক্!! কুম্ভের জীবন-নাটকের এক অঙ্ক, এই খানেই শেষ হ'ক। আবার নূতন অঙ্ক! ঐ তার সূচনা—ঐ শ্রুতিবাঈ! বাহুবলে যাকে বন্দিনী ক'রেছি। কিন্তু, কিন্তু—এযে বড় করুণ, বড়ই নির্ম্মম অভিনয়! (তারাবাঈএর প্রবেশ) মা! মা!

তারাবাঈ। কুম্ভ! গভীর নিশীথে, নির্জ্জন দুর্গ-কক্ষে ব'সে, রোদন ক'চ্ছ কেন পুত্র!

কুম্ভ। মা! মীরাবাঈ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হয়েছে!

তারাবাঈ। সে কি?

কুম্ভ। লক্ষ প্রজার নিন্দা আমি অগ্রাহ্য ক'রেছিলুম,—কিন্তু মা! ঐ দেখ কলঙ্কের বিষ-জর্জ্জরিত মুক্তার মালা!

তারাবাঈ। (মুক্তামালা লইয়া) এই মুক্তাহার তার গলায় দেখেছিলে?

কুম্ভ। হাঁ মা। আরও শোন,—মন্দর রাজকুমার গোপনে, এই প্রাসাদ-দুর্গে তারই সাহায্যে প্রবেশ লাভ ক'রেছে! আমি তাকে বন্দী ক'রেছি মা! আমার বিশ্বাস, এ মুক্তার হার তারই উপহার।

তারাবাই। কুম্ভ! তুমি ভুল ক'রেছ! এই যে সেই নীলাভ হীরক খণ্ড! এ 'যে নববধূ মীরাকে আমি বহুদিন পূর্ব্বে যৌতুক দিয়েছিলাম! আজ সে আমারই সাম্‌নে, এই হার, পেটিকা হ'তে বার ক'রে এনেছে। এ হার যে সে গিরিধরজীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল, দাসী যে আমায় ব'লেছে!

কুম্ভ। মা,—মা!

তারাবাঈ। মীরা কোথায়?

কুম্ভ। বোধ হয় গিরিধরজীর মন্দিরে!

তারাবাঈ। কোথায় কুমার রত্নসিংহ—?

কুম্ভ। এই দুর্গ-কক্ষে বন্দী।

তারাবাঈ। কে আছ? (প্রহরীর প্রবেশ) বন্দী রত্নসিংহকে এখানে নিয়ে এস, আর মহারাণী কোথায়, আমাকে এই মুহূর্ত্তে জানাও!

প্রহরী। যে আদেশ। (প্রস্থান)

তারাবাঈ। পুত্র! তুমি বিচক্ষণ ব'লেই—উদার বলেই, আমার মনে মনে বড় গর্ব্ব ছিল—! কিন্তু আজ দেখ্‌ছি সে আমার ভ্রান্তি!

(বন্দী রত্নসিংহকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

তারাবাঈ। কুমার রত্নসিংহ! শিশোদীয় বংশের বীর সন্তানেরা, কখনও নিরস্ত্র, নিঃসহায় বীরকে বন্দী ক'রে রাখে না! তুমি মুক্ত! (শৃঙ্খল মোচন) বাহুবলে, অস্ত্রের সাহায্যে, পারত ঐ শ্রুতিবাঈকে উদ্ধার ক'রো। গভীর নিশীথে হীন তস্করের মত, ওকে চুরি ক'র্ত্তে এসে, তুমি রাজপুত শৌর্য্যকে কলঙ্কিত ক'রেছ! ছিঃ! ছিঃ!—

রত্নসিংহ। মা! আপনার উপদেশ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আমি লজ্জিত।

তারাবাঈ। প্রাসাদ দুর্গের বাইরে এর কাল অশ্বটী অপেক্ষা ক'র্চ্ছে! একে সেইখানে পৌছে দিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান)

রত্নসিংহ। এ উদারতা আমি জীবনে বিস্মৃত হব না! বহু ভাগ্যে আজ বন্দী হ'য়েছিলুম মা, তাই আজ রাজস্থানের দুটী মহীয়সী নারীমূর্ত্তি—গৌরবময়ী দেবীমূর্ত্তি দর্শন কর্ত্তে পেরেছি! একটী আমার সম্মুখে—আর একটী ঐ গিরিধরজীর স্বর্ণ সিংহাসনতলে ক্রন্দমানা জননী মীরাবাঈ!

কুম্ভ। কুমার রত্নসিংহ—! তুমি আমায় মার্জ্জনা কর,—আমি তোমাকে বৃথা সন্দেহ ক'রেছিলুম!

রত্নসিংহ। মহারাণা! আমি আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ ক'রেছি!

তারাবাঈ। কি—কি কুমার?

রত্নসিংহ। উৎসব-ক্লান্ত জননী মীরাবাঈ, যখন বৈষ্ণবগণসহ মন্দির চত্বরে ঘুমিয়ে প'ড়লেন,—তখন মা, গিরিধরজীর পাষাণ বিগ্রহ—স্বহস্তে, স্বীয় গলার মুক্তার মালা—জননী মীরাবাঈএর গলায় পরিয়ে দিলেন—!

তারাবাঈ। এঁ্যা!—সেটা কি এই মুক্তার মালা?

রত্নসিংহ। অবিকল! আমার শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্ল, বুকের মাঝে দুরু কম্পন অনুভূত হ'ল! আমি ভয়ে, বিস্ময়ে, ভক্তিতে অসাড় হ'য়ে প'ড়লুম মা। আপনার চরণ-স্পর্শ ক'রে বলছি মা, এর একবর্ণও মিথ্যা নয়! (তারাবাঈএর হস্ত হইতে মুক্তার মালা পতন)

কুম্ভ। মীরা—! মীরা—(মুক্তা মালাসহ প্রস্থান)

তারাবাঈ। গিরিধরজী! আমি ভক্তিহীনা—হতভাগিনী! তোমার মহিমা কিছুই বুঝতে পারি নাই। আমার মীরা, তার আকুল প্রেমে তোমার পাষাণ-বিগ্রহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে! এস কুমার, দেখি রাজলক্ষ্মী কোথায় গেল।

(উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

শ্রীবৃন্দাবনের পথ।

(মীরা ও সস্ত্রীক রোহিদাসের প্রবেশ)

মীরার গীত।

মেরে গিরিধর গোপাল, দুসরা না কোই।
যাকে শির মোর মুকুট-মেরে পতি সোই॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠ-মাল সোই,
মে তো অগ্নি, ভক্তি জ্ঞান, যুক্তি দেখি মোই;
অব তো বাত ফয়েল গৈ জানে সব কোই
মীরা প্রভু লগন লাগি, হোনি হো সো হোই॥

রোহি। মা! আপনি ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছেন! এখনও অনেক পথ চ'লতে হবে। একখানা শিবিকা নিয়ে আসি মা?

মীরা। রোহিদাস! গোবিন্দের চরণ-ভিখারিণী আমি,—আমি যে কাঙ্গালিনী!

রোহি। দেবি! আপনি যে রাজরাণী। পথে চ'লতে চ'লতে, আপনার পা দুটো যে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়েছে মা! আপনার এ কষ্ট যে চোখে দেখা যায় না!

মীরা। কষ্ট! কষ্ট আমার নেই পুত্র! তবে ভুলে এই অলঙ্কার গুলো প'রে এসেছি! এই গুলো বড় ভারি ব'লে বোধ হ'চ্ছে! (অলঙ্কার খুলিয়া) রোহিদাস! এই নাও, তুমি মেবারে ফিরে গিয়ে, এ গুলো বিক্রয় ক'রে, দরিদ্র প্রজাদের কিছু কিছু অর্থ দান ক'রো!

রোহি। মা! মা! দেবী তুমি! নইলে যে মেবারবাসীরা তোমায়

চক্রান্ত ক'রে, ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দিয়েছে, তুমি তাদেরই এসব দিতে চাও মা!

(নেপথ্যে জীবানন্দের গীত)

কোথা রাই—কোথা রাই! চল নিধুবনে!
সেথা "রাধা রাধা' স্বরে, মুরলী ফুকারে,—
নটবর কালা নিরজনে।
(প্রবেশান্তর) এস প্রেম কাঙালিনী, শ্যাম সোহাগিনী রাধে—
নিকুঞ্জ-দুয়ারে আগল আঁটিয়া, অভিমানে কালা কাঁদে;
যমুনা-পুলিন ছাড়ি, গাগরি ভরণ বারি—
এস রাই ত্বরাকরি বিরহ-বেদনে।

মীরাবাঈ (গীত)

যমুনা পুলিন ছাড়ি, চল যাই আশুবাড়ি;
গাগরি ভেসে যাক্ নীরে!
জীবন মরণ সাথী, বিসরিয়া দিন রাতি
মরম-দহন অতি, সহি গো কেমনে?

জীবানন্দ। কে তুমি গো কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী?

রোহি। মেবারের মহারাণী মীরাবাঈ!

জীবানন্দ। প্রভুর স্বপ্ন সত্য! প্রভুর স্বপ্ন সত্য! এই ত সেই মহারাণী, কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী হ'য়ে, দীনা ভিখারিণী সাজে চলেছে! ঐ যে নবনীত-কোমল চরণ-যুগল রক্তে রঞ্জিত—ক্ষত বিক্ষত, ধূলি-ধূসরিত! দেবি! প্রভু যে আপনারই অপেক্ষায় শ্রীগোবিন্দের দ্বারে প'ড়ে আছেন!

মীরা। হে বৈষ্ণব-প্রধান! কে আপনার প্রভু?

জীবা। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য, বৈষ্ণব চূড়ামণি, শ্রীরূপ গোস্বামী।

মীরা। শ্রীরূপ গোস্বামী! তিনি যে আমার স্বপ্নের গুরু! তিনি জীবিত আছেন?

জীবা। এখনও হয়ত জীবিত আছেন! ঘন জঙ্গলের মধ্যে গোবিন্দজীর শ্রীমন্দির আবিষ্কার করে, তারই রুদ্ধ-দ্বারে মাথাখুঁড়ে রক্তাক্ত হ'য়ে পড়ে আছেন। শ্রীপতির দর্শন আশায়, আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, আপনারই প্রতীক্ষায় প'ড়ে আছেন! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এতক্ষণ তাঁর ইহলীলার অবসান হ'য়েছে মা।

মীরা। চলুন, চলুন! আর বিলম্ব ক'রবেন না।

(সকলের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

বৃন্দাবন—গোবিন্দজীর মন্দির-দ্বার।

[শ্রীরূপ গোস্বামী নিদ্রিত। বৃক্ষপত্রান্তরাল ভেদ করিয়া তাঁহার বদনে সূর্য্য কিরণ আসিয়া পড়িতেছে। একটী বিষ্ণুপদাঙ্ক-অঙ্কিত ফণা গোখুর সর্প সেই সূর্য্যরশ্মি রোধ করিতেছে ও মুরলী তানে দুলিতেছে।]

শ্রীরূপ। (মূর্চ্ছাভঙ্গে, ক্ষীণ-কণ্ঠে) এসেছ! দ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছ গোবিন্দ? নিভে আসে আলো! ধর ধর প্রভু তোমার অরুণ-কিরণমাখা পাদুখানি আমার মাথায়! ঐ যে—ঐ মুরলী আবার বেজে উঠেছে! ঐ যে তোমার চরণ-পদ্ম —আমার মাথায়! দাও, দাও আমার তাপিত বুকের

উপর ঐ রাঙ্গা পা দুখানি! (সর্পফণা ধারণের চেষ্টা। সর্প চলিয়া গেল) সরিয়ে নিলে! দিলে না—দিলে না নিষ্ঠুর! (মূর্চ্ছা)

(জীবানন্দ ও রোহিদাসের প্রবেশ)

রোহিদাস। কৈ? কৈ? গোঁসাইজী কৈ ঠাকুর?

জীবানন্দ। ঐ যে শ্রীমন্দির দ্বারে তাঁর দেবদেহ! বোধ হয় প্রাণহীন!

রোহিদাস। চল, চল দেখি!

জীবানন্দ। প্রভু! উঠুন! চেয়ে দেখুন, কুঞ্জদ্বারে, ফিরে এসেছে আবার রাই কিশোরী! অসাড় নিস্পন্দ শরীর! অনাহারে চলে গেছে প্রাণ, জড়দেহের বাঁধন ভেঙ্গে!—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

রোহিদাস। এই ভাঁড়ে একটু দুধ আছে! মুখটা খোল দেখি! (দুগ্ধ মুখে দিল) এই যে ধীরে ধীরে নিশ্বাস প'ড়ছে! ভয় নাই!

জীবানন্দ। (শ্রীরূপ কর্ণে) "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, জয় রাধে গোবিন্দ।"

শ্রীরূপ। কে শুনালে নাম? কে দিলে অধরে সুধাধারা?

জীবানন্দ। প্রভু!

শ্রীরূপ। কে? কে? জীবানন্দ?

জীবানন্দ। আপনার দাস।

শ্রীরূপ। কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আমি দেখেছি,—দেখেছি প্রভুর সে পাদ-পদ্ম!

জীবানন্দ। কিন্তু শ্রীমন্দির-দ্বার যে তেমনি রুদ্ধ প্রভু!

শ্রীরূপ। রুদ্ধ! রুদ্ধ! তবে—তবে (উত্থান চেষ্টা)

জীবা। প্রভু স্থির হ'ন! শ্রীরাধা এসেছে কুঞ্জদ্বারে!

শ্রীরূপ। এসেছে ? এসেছে ? কৈ•? কৈ ?

জীবানন্দ। আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় ঐ দাঁড়িয়ে, মেবারের মহারাণী মীরাবাঈ !

শ্রীরূপ। সে কি ! সে কি !

জীবানন্দ। রাজ্য ঐশ্বর্য্য, সুখ সম্পদ ছেড়ে,—কলঙ্কের মসী, ললাটে তিলক ক'রে, ভিখারিণী বেশে এসেছে, ঐ কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী !

শ্রীরূপ। নিয়ে আয়,নিয়ে আয় বরণ ক'রে—এই জীর্ণ দেউলের দ্বারে ! অভিমান ভরে, কুঞ্জদ্বারে আগল এঁটে, সে যে কাঁদছে রে—তা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না !

মীরাবাঈ। (নেপথ্যে) গীত

"নুপুর রুণু ঝুণু নাচ ত কানাইয়া
বাজত মৃদুমৃদু মোহন মুরলিয়া ।"

(মন্দির মধ্যে মুরলী ধ্বনি)

শ্রীরূপ। রাই এসেছে শ্যামের কুঞ্জে ফিরে ! মরা যমুনায় ঐ শোন কলগান ! পিকরবে আবার মধুবন ভরে গেল রে—জীবানন্দ—ভ'রে গেল ! ঐ দেখ তমালের ডালে পাপিয়া ডেকে ব'লছে,—"পিও-পিও" প্রেমসুধাধারা ! ব্রজের গোষ্ঠে, ঐ পয়স্বিনীগণ স্তন হ'তে ক্ষীর-ধারা ঝরিয়ে দিচ্ছে ; রাখালেরা সেই দুধ পান করে, করিতালি দিয়ে নৃত্য ক'রছে !

(নৃত্য)

রোহিদাস। ধর ধর ! গোঁসাই যে প'ড়ে যাবেন।

জীবানন্দ। (ধারণ করিয়া) প্রভু ! প্রভু।

শ্রীরূপ। ওকে ! প্রভু ! নদীয়ার প্রেমের ঠাকুর ! গুরু ! গুরু !

যাবার বেলায়, আমার হাত ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছ প্রভু! তবে মলিন কেন তোমার ঐ শ্রীমুখখানি! শ্রীচরণে তোমার কি অপরাধ করেছি প্রভু! (শূন্যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর মূর্ত্তির বিকাশ ও তিরোভাব)

রোহিদাস। এ যে বিকার দেখ্‌ছি!

শ্রীরূপ। মনে আছে, মনে আছে কথা! জীবানন্দ! জীবানন্দ!

জীবানন্দ। প্রভু! অমন ক'চ্ছেন কেন? বলুন—কি চাই—? ঐ দেখুন দেবী অশ্রু বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে, এইদিকে আসছেন!

(মীরাবাঈএর প্রবেশ)

শ্রীরূপ। (মুখ ফিরাইয়া) কিন্তু কি ক'রব! হরিদাস, মাইতির মেয়ের ভিক্ষা নিয়েছিল ব'লে, প্রভু আর তার মুখদর্শন ক'রলেন না!

মীরাবাঈ। (গীত)

তিরণ্ ভখন্‌কে হরি মিলে তো বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়্‌কে হরি মিলে তো বহুত রহে খোজা।
দুধ্ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা।"

শ্রীরূপ। বিকারের কাল যবনিকা সরে গেল রে—সরে গেল জীবানন্দ!

মীরাবাঈ। প্রভু! এই শ্রীবৃন্দাবনে, এক শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত, আর পুরুষত কেউ নাই।

শ্রীরূপ। ওরে তুইই আমার গুরু! তুই আমার মোহঘোর কাটিয়ে দিলি।

মীরাবাঈ। গুরু! পদে আশ্রয় দিন। (প্রণাম) সার্থক আমার কলঙ্ক—সার্থক আমার ভজন! ঐ যে রুদ্ধদ্বার! খোল—

খোল! আর বিলম্ব ক'র না গিরিধর! কতদিন যে তোমায় দেখি নাই—! বিরহ ত আর সইতে পারি না!

গীত

"মেরে গিরিধর গোপাল, দুস্‌রা না কোই—
যাকে শির মৌর মুকুট মেরে পতি সোই।"

(রুদ্ধ মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হইল। গিরিধরজীর প্রবেশ ও গীত)

দুস্‌রা কোই, তুঁহে ছোড়কে,
(মেরে) মিটাবে পিয়াস পীড়
ভক্তি তুঁহারি মৌর মুকুট
লগন্ লাগি মেরে শির।

(আলিঙ্গন ও অন্তর্হিত হওন)

(মীরা তাঁহার চরণ ধরিল, তিনি আলিঙ্গন করিলে মীরা মূর্চ্ছিত হইয়া সোপানে পড়িল। গিরিধরজীর জীবন্ত মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল, ও মন্দির মধ্যে সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।)

সকলে। রাধাগোবিন্দের জয়।

(রত্নসিংহ ও কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। মীরা! মীরা!

শ্রীরূপ। কে—কে তুমি এ প্রেমের স্বপ্ন ভেঙ্গে দাও?

রোহিদাস। মেবারের মহারাণা, আপনার সম্মুখে গোঁসাইজী!

কুম্ভ। প্রভু! মহাপাপী আমি! নিজের সহধর্ম্মিণীকে মিথ্যা কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে, রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছি!

শ্রীরূপ। কুলে কালি দিয়ে, ভজেছিল সে কালাচাঁদকে—! ঐ যমুনার কাল জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল সে,—মান অভিমান।

রত্নসিংহ। মা মা! মহারাণি! সব শেষ! গোবিন্দজীর শ্রীপদে, পুষ্পাঞ্জলির মত প'ড়ে আছে, উপেক্ষিতা দেবীর ঐ নিষ্প্রাণ দেহ!

রোহিদাস। দেবি! এই নাও তোমার অলঙ্কার। আমায় দাও মা তোমার চরণের ধূলো। (প্রণাম)

কুম্ভ। তবে কেন এলেম,—কি দেখ্‌তে এলেম? কথা কও, কথা কও প্রিয়তমে! অভিমানিনি! চেয়ে দেখ,—আমি যে তোমার ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে এসেছি! পাষাণি! আমায় সে সুযোগও দিলি না! তবে, তবে নিয়ে যা তোর সেই কলঙ্কের মালা, আমার হৃদয়ে জ্বালা, ঐ কালার অভিসারের প্রণয়-উপহার! (মালা পরাইয়া দিল।)

হাহাকার! শুধু হাহাকার! কোথায় যাই! কাকে জানাই আমার প্রাণের এই ব্যাথা—?

শ্রীরূপ। শ্রীপতির ওই শ্রীপদে রাণা! প্রেম নাই—প্রেম নাই আমার! তাই শুধু হাহাকার,—শুধু চীৎকার ক'রে মরি! ঐ দেখ' মাটীর কারাগার—ওই অসার পিঞ্জর-দ্বার ভেঙ্গে প্রেমের প্রাণপাখী উড়ে গেছে, ঐ অনন্তের চিরশান্ত, চিরশ্যাম, চির মলয়-মেদুর ঐ—কুঞ্জনীড়ে! শ্রীকান্তের ওই শ্রীপদ-পঙ্কজে!

(যবনিকা)